রদ্দে আজানগাছি

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী (রহঃ)

কর্তৃক অনুমোদিত

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলনাবাগ নিবাসী—খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,

ফকিহ, শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদামোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্তৃক বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

★ তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪১০ সাল ★

সাহায্য মূল্য ২০টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام على
رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

রদ্দে-আজানগাছি

প্রঃ- আজানগাছি দলেরা দাবি করেন, কোরআন শরিফের ছুরা বাকারের ৫ রুকুতে আছে ঃ-

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ *

অর্থ ঃ "আর তোমরা আমার আয়তগুলির দ্বারা অল্প মূল্যের বস্তু খরিদ করিও না এবং তোমারা আমাকেই ভয় কর।"

ইহাতে বুঝা যায়, ওয়াজ করিয়া, আজান দিয়া, এমামত করিয়া, আরবি এলমের শিক্ষাকতা করিয়া, জানাজা পড়িয়া, তারাবির খতম পড়িয়া কোরানখানি করিয়া বা এইরূপ কোন এবাদতের কার্য্য করিয়া টাকা কড়ি লওয়া জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর

তফছিরে জালালাএন, ৭ পৃষ্ঠা ঃ-

ولا تستبدلوا باياتي التي في كتابكم من نعت
محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عوضا

يسيرا من الدنيا اى لا تكتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتكم *

উক্ত আয়তের অর্থ- 'তোমরা তোমাদের কেতাবে (তওরাতে) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর গুণাবলী সংক্রান্ত আয়ত সকল আছে। তৎসমুদয়কে দুনইয়ার সামান্য বস্তুর বিনিময়ে পরিবর্ত্তন করিও না অর্থাৎ তোমাদের দরিদ্রদিগের নিকট হইতে যে উপহার গ্রহণ করিয়া থাক, উহা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় আয়তগুলি গোপন করিও না।"

তফছিরে-কবির, ১৩৪ পৃষ্ঠা ঃ-

قال ابن عباس رض ان رؤساء اليهود مثل كعب بن الاشرف وحيى بن اخطب و امثالهما كانوا ياخذون من فقراء اليهود الهدايا و علموا لو اتبعوا محمد الانقطعت عنهم تلك الهدايا فاصروا على الكفر لئلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر *

"এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় কা'ব বেনেল আশ-রাফ, হোয়াই বেনে আখতাব ও এতদুভয়ের তূল্য য়িহুদী নেতাগণ দরিদ্র য়িহুদীদিগের নিকট হইতে উপহার সকল লইতেন এবং তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, যদি তাহারা (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অনুসরণ করেন, তবে তাহাদিগের হইতে উক্ত উপহারগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, এইহেতু তাহারা কোফরের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিলেন, যেন তাহা দিক্ হইতে এই নগণ্য বিষয়টি বন্ধ না হইয়া যায়।"

তফছির রুহোল-বায়ান, ১/৮১ পৃষ্ঠা;-

حكى ان كعب الاشرف قال لاحبار اليهود ما تقولون في محمد قالوا انه نبى قال لهم كان لكم

عندي صلة و عطية لو قلتم غير هذا قالوا اجبناك من غير تفكر فامهلنا نتفكر و ننظر في التوراة فخرجوا و بدلوا نعت المصطفى بنعت الدجال ثم رجعوا و قالوا ذلك فاعطي كل واحد منهم صاعا من شعير و اربعة اذرع من الكرباس فهو القليل الذي ذكره الله في هذه الاية الكريمة

" রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় কা'ব বেনেল আশরাফ য়িহুদী বিদ্বান্‌গণকে বলিয়াছিলেন, আপনারা মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে কি বলেন? তাহারা বলিলেন, নিশ্চয় তিনি নবী। কা'ব তাহাদিগকে বলিলেন, যদি আপনারা ইহার বিপরীত কথা বলিতেন, তবে আপনা-দের জন্য আমার নিকট পুরস্কার ও দান রহিয়াছে। তাহারা বলিলেন, আমরা বিনা চিন্তায় আপনার নিকট উত্তর দিয়াছি। কাজেই আমাদিগকে অবকাশ দিন, আমরা চিন্তা করিয়া ও তওরাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি। তৎপরে তাহারা (তওরাত বাহির করিয়া নবি মোস্তাফার লক্ষণকে দাজ্জালের লক্ষণের সহিত পরিবর্ত্তন করিলেন, তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, উহা দাজ্জালের লক্ষণ, (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) এর ল ক্ষণ নহে। তখন কা'ব তাহাদের প্রত্যেককে এক ছা' যব ও চারি গজ বস্ত্র প্রদান করিলেন, ইহাই আল্লাহতায়ালা সমান্য মূল্য বলিয়া এই বোজর্গ আয়তে উল্লেখ করিয়াছেন।"

এইরূপ তফছিরে মনিরের ১/১২ পৃষ্ঠায়, বয়জবীর ১/১৪৯ পৃষ্ঠায়, রুহোল মায়ানির ১/২০৫ পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল মনিরের ১/৫০ পৃষ্ঠায় ও হাশিয়ার জোমালের ১/৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তফছিরে রুহোল মায়ানি, ১/২০৫ পৃষ্ঠা ;-

وقد استدل بعض اهل العلم بالاية على منع جواز اخذ الاجرة على تعليم كتاب الله تعالى و

روى في ذلك ايضا احاديث لا تصح و قد صح انهم قالوا يا رسول الله اناخذ على التعليم اجرا فقال ان خير ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى و قد تظاهرت اقوال العماء على جواز ذلك و ان نقل عن بعضهم الكراهة و لا دليل في الاية على ما ادعاه هذا الذاهب كما لا يخفي *

কতক বিদ্বান এই আয়ত দ্বারা এল্‌ম ও কোরাণ শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাজায়েজ হওয়ার দলীল গ্রহণ করিয়াছেন। এবং এ সম্বন্ধে কতকগুলি হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন যাহা ছহিহ নহে। সত্যই ছহিহ প্রমাণিত হইয়াছে। নিশ্চয় ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুল্লাহ আমরা এলম শিক্ষা দিয়া কি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিব? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তোমরা যে বিষয়ের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাক, তন্মধ্যে আল্লাহর কেতাবই উৎকৃষ্টতম। ইহা জায়েজ হওয়ার প্রতি বিদ্বান্‌গণের কথা বেশী পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও কতক বিদ্বান্ হইতে মকরুহ হইয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই মতধারিরা যাহা দাবি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এই আয়ত দলীল হইতে পারে না, ইহা অব্যক্ত নহে।

তফছিরে রুহোল বায়ান, ১/৮১ পৃষ্ঠা :-

قد اختلف العلماء في اخذ الاجرة على تعليم القرآن و العلم لهذه الاية و الفتوى في هذا الزمان على جواز الاستئجار لتعليم القران و الفقه و غيرهما لئلا يضيع قال صلعم ان احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله و الاية في حق من تعين عليه التعليم

فابي حتى يأخذ عليه اجرا فاما اذا لم يتعين فيجوز له اخذ الاجرة بدليل السنة في ذلك و قد يتعين عليه الا انه ليس عنده ما ينفقه علي نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم و له ان يقبل على صنعته و حرفته و يجب على الامام ان يعين له شيأ و الافعلى المسلمين لان الصديق رض لما ولي الخلافة و عين لها لم يكن عنده ما يقسم به اهله فاخذ ثيابا وخرج الي السوق فقيل له في ذلك فقال و من اين انفق على عيالي فردوه و فرضوا له كفايته و كذا يجوز للامام و المؤذن و امثالهما اخذ الاجرة و قالوا في زماننا تغير الجواب في بعض مسائل لتغير الزمان و خوف اندراس العلم و الدين منها اخذ الاجرة لتعليم القرأن و الاذان و الامامة فافتي بالجواز فيها خشية الوقوع فيما هو اشد منها و اضر كذا في نصاب الاحتساب *

এই আয়তের জন্য কোরআন ও এলম শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিদ্বান্‌গণ মতভেদ করিয়াছেন। এই জামানায় কোরান ফেকহ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ হওয়ার প্রতি ফৎওয়া হইবে, যেন উহা নষ্ট না হইয়া যায়। নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমরা যে বিষয়ের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাক, তন্মধ্যে আল্লাহতায়ালার কেতাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট? এই আয়তটী উক্ত ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হইতে পারে-যিনি ব্যতীত শিক্ষা দেওয়ার অন্য কোন লোক না থাকে, কিন্তু তিনি

পারিশ্রমিক গ্রহণ ব্যতীত শিক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। আর যদি তাহা ব্যতীত অন্য শিক্ষাদাতা থাকে, তবে এই সংক্রান্ত হাদিছের দলীল সূত্রে তাহার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। যখন সেই এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য শিক্ষাদাতার অভাব হয়, কিন্তু তাহার নিকট নিজের ও নিজের পরিজনের জীবিকা নির্ব্বাহের সম্বল না থাকে, এক্ষত্রে তাহার পক্ষে শিক্ষা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, তাহার পক্ষে নিজের কার্য্য ও পেশা অবলম্বন করা জায়েজ হইবে। খলিফার উপর তাহার জন্য কিছু জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারিত করা ওয়াজেব হইবে, খলিফা না থাকিলে, মুছলমানদিগের উপর (ইহা স্থির করা) ওয়াজেব হইবে। কেননা যখন (হজরত আবুবকর) ছিদ্দিক (রাঃ) খেলাফতের জন্য বরিত ও নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তখন তাহার নিকট নিজ পরিজনের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না, এই হেতু তিনি কাপড় লইয়া বাজারের দিকে রওয়ানা হইলেন, লোকে তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, আমি কোথা হইতে নিজ পরিজনের জীবিকা নির্ব্বাহ করিব? তখন ছাহাবারা তাঁহাকে ফিরিয়া আনিয়া তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এইরূপ এমাম। মোয়াজ্জেন ও এতদুভয়ের তুল্য লোকদের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আমাদের জামানায় জামানার পরিবর্ত্তন হেতু ও এলম দীন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় কতকগুলি মছলাতে জওয়াব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কোরাণ শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া ও এমামত করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তন্মধ্যে একটি, এই বিষয়গুলি জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু তদপেক্ষা সমধিক কঠিন ও অনিষ্টকর বিষয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা নেছাবোল এহতেছাব কেতাবে আছে।

প্র ঃ- আজানগাছি দলেরা বলেন, ছুরা শোয়ারাতে হজরত

নুহ, হুদ, ছালেহ, লুত, ও শোয়াএব আলায় হেমাছ ছালামের এইরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ - إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

"এবং আমি ইহার উপর (খোদার হুকুম পৌঁছইবার উপর) তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছি না। আমার পারিশ্রমিক জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক ব্যতীত কাহারও নিকট নহে।"

ছুরা ইয়াছিনে হজরত ইছা (আঃ) এর হাওয়ারিদিগের সম্বন্ধে কথিত হবিব নাজ্জারের উক্তি বর্ণিত হইয়াছে,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ *

"এবং (এন্তাকিয়া) শহরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি (হবিবে নাজ্জার) দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, হে আমার স্বজাতিরা, তোমরা ইছা (আঃ) এর প্রেরিত ব্যক্তিগণের আদেশ মান্য কর যাহারা-তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহেন না এবং সুপথ প্রাপ্ত, তোমরা তাঁহাদের পথানুসরণ কর।"

ছুরা ছা'দের ৫ রুকুতে আছে।

قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ *

তুমি বল, আমি ইহার উপর তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না।”

ছুরা ছাবা, ৬রুকু ;-

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ - إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ *

“তুমি বল আমি তোমাদের নিকট যে পারিশ্রমিক চাহিয়াছি, তাহা তোমাদের উপকারের জন্য, আমার পারিশ্রমিক আল্লাহ ব্যতীত কাহারও নিকট নহে।

ছুরা শুরার ৩ রুকু;-

قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ *

“তুমি বল, আমি তোমাদের নিকট ইহার উপর পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, কিন্তু আত্মীয়গণ সম্বন্ধে বন্ধুত্ব (চাহিতেছি)”।

ছুরা কালামে আছে,

أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ *

“তুমি কি তাহাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, তাহারা দণ্ড হইতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে।”

এই সমস্ত আয়তে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কার্য্যগুলি করিয়া টাকা পয়সা গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

আমাদের উত্তর

ইহাতে নবিগণের ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে উম্মতের পক্ষে কতক কার্য্য মোবাহ, কিন্তু নবিগণের পক্ষে উহা অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহাজ্জোদ নামাজ পড়া উম্মতের পক্ষে ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব কিন্তু হজরত নবি (ছাঃ) এর পক্ষে উহা ফরজ ছিল, ছুরা বনি ইছরাইলের ৯ রুকুতে এই ফরজের হুকুম আছে।

হজরত (ছাঃ) এর পক্ষে একাধারে কয়েক দিবস রাত্র দিবা না খাইয়া রোজা রাখা জায়েজ ছিল, কিন্তু উম্মতের পক্ষে ইহা জায়েজ ছিল না।

উম্মতের পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা না জায়েজ হওয়া উক্ত আয়তগুলি হইতে বুঝা যায় না। দ্বিতীয় যদি উহা সমস্ত উম্মতের ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে ইছলাম প্রচারকের পক্ষে ছওয়াল করিয়া লওয়া নাজায়েজ হইতে পারে। মুছলমানগণ তাঁহাকে তোহফা ছদকা স্বরূপ যাহা প্রদান করেন, তাহা না জায়েজ হওয়া এই আয়তে বুঝা যায় না।

ছুরা ফোরকানের ৫রুকুতে আছে ;-

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰي رَبِّهٖ سَبِيْلًا *

"তুমি বল, আমি ইহার উপর তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, নিজের প্রতি পালকের নিকট নিজের পথে সংগ্রহ করে।"

তফছিরে রুহোল বায়ানের ২/৮২ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়তের তফছিরে লিখিত আছে ;-

الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا والظاهر ان الاستثناء منقطع والمعني لا اطلب من اموالكم جعلا لنفسي ولكن من شاء ايفاقه لوجه الله فليفعل فاني لا امنعه عنه - في الفتوحات المكية مذهبنا ان للواعظ اخذ الاجرة علي وعظ الناس وهو من احل ما يأكل وان كان ترك ذلك افضل وافتي المتاخرون بصحة الاجرة للاذان والاقامة والتذكير والتدريس والحج والغزو وتعليم القرآن والفقه وقرأتهما لفتور الرغبات اليوم *

ইহার 'এস্তেছনা' মোনকাতা হওয়া প্রকাশ্য মত, ইহার অর্থ এই; আমি নিজের জন্য তোমাদের অর্থ হইতে পারিশ্রমিক চাহিতেছি না; কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার সন্তোষ লাভের জন্য উক্ত টাকা দান করিতে চাহিতেছে, যে উহা করিতে পারে, নিশ্চয় তাহাকে এই দান কার্য্য করিতে নিষেধ করিব না।

ফতুহাতে মক্কিয়াতে আছে, আমাদের মজহাব এই যে, উপদেষ্টা ব্যক্তির পক্ষে লোকদিগকে উপদেশ দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ আছে। সে ব্যক্তি যাহা খাইয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ হালাল, যদিও পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা আফজল। শেষ জামানার ফকিহগণ বর্ত্তমান জামানায় আগ্রহ শিথিল হওয়ার জন্য আজান দিয়া, একামত দিয়া, ওয়াজ করিয়া, এলম শিক্ষা দিয়া, হজ্জ করিয়া, যুদ্ধ করিয়া, কোরান ও ফেকহ শিক্ষা দিয়া এবং উভয় পড়িয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়েছেন।"

তফছিরে রুহোল মায়ানি, ৩/১৬৫ পৃষ্ঠা :-

الاستثناء عند الجمهور منقطع اى لكن ما شاء ان يتخذ الى ربه سبحانه سبيلا اى بالانفاق القائم مقام الاجر كالصدقة و النفقة في سبيل الله تعالى *

অধিক সংখ্যক বিদ্বানের মতে 'এস্তেছনা' মোনকাতা, অর্থ এই হইবে- কিন্তু যে কেহ ছদকা, খোদার পথে দান, এইরূপ অন্য প্রকার খয়রাত করিতে চাহে, (তাহা জায়েজ হইবে)

ছুরা বাকারা, ৩৭ রুকু:-

للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسبهم الجاهل الاغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا ـ وما تنفقوا من خير فان الله به عليم *

('দান কর') উক্ত দরিদ্রদিগকে যাহারা খোদার পথে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন তাঁহারা জমিতে ভ্রমণ করিতে সক্ষম নহেন, অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভীক্ষা না করার জন্য ধনবান বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে, তুমি তাহাদের চেহারা দ্বারা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবে। তাহারা লোকদিগের নিকট ধরপাকড় করিয়া যাচঞা করে না। আর তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর, খোদা তৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।"

খোলছাতোত্তাফাছির, ১/২১৩ পৃষ্ঠা;-

তোমরা যে অর্থ ব্যয় কর, উহা উক্ত দরিদ্রদিগের জন্য যাহারা এলম শিক্ষা, জেহাদ কিম্বা অন্য কোন দীনি কার্য্যের জন্য নিরুপায় ও ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিতে অক্ষম, তাঁহারা দেশ

ভ্রমণ করিতে পারে না, কার্য্য করিতে জানে না। এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রায় চারিশত ছাহাবা ছিলেন যাহারা ঘড় বাড়ী জমিজমা ত্যাগ করিয়া রাত্র দিবা মসজেদে নাবাবীতে উপস্থিত থাকিয়া এবাদত কার্য্য ও শিক্ষা দিতে সংলিপ্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে আছহাবে ছোফ্‌ফা বলিতেন। হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাদিগকে জেহাদে প্রেরণ করিতেন, আল্লাহ তায়ালা ধনী ছাহাবগণকে উৎসহ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা যেন উক্ত লোকদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।

প্রকাশ থাকে, খয়রাত দুই উদ্দেশ্যে শরিয়তের ব্যবস্থা হইয়াছে; প্রথম বিপন্নদিগকে বাসনা পূর্ণ করা যথা- অন্ধ, লুলা চলৎশক্তি রহিত, বৃদ্ধ বালক, পীড়িত, বিদেশী মুছলমান হউক, আর কাফের হউক, বদকার হউক, সকলের বাসনা পূর্ণ করাতে ছওয়াব আছে এবং আল্লাহ ইহাতে রাজি হন। দ্বিতীয় খোদার বন্দিগী ও ইছলাম প্রচার; যথা জেহাদকারি, এলম শিক্ষার্থি। আবেদ; হাজি, হোজরানিশিন হাফেজে কোরান, দেশের শান্তি রক্ষক; ওয়াএজ, কিম্বা মছজেদ নির্ম্মাণ মাদ্রাছা জারি করা অথবা সাধারণের হিতজনক কার্য্য এই উভয় প্রকার কার্য্যে পাকি, খাঁটি নিয়ত ও বিপদের লঘু গুরুত্বের হিসাবে ছওয়াব কম বেশী হইয়া থাকে।

বায়ানোন কোরান, ১/১৫৪ পৃষ্ঠা।

"জানা চাই যে, আমাদের দেশে এই আয়তের সব চেয়ে বেশী লক্ষ্য স্থল উক্ত হজরতগণ হইবেন যাহারা দীনি এলম প্রচার করিতে সংলিপ্ত থাকেন, এই হিসাবে সব চেয়ে বেশী যোগ্য পাত্র তালেবোল এলমগণ হইবেন, কতক অপরিণামদর্শী দোষারোপ করিয়া থাকে যে, ইহারা জীবিকা সঞ্চয় করিতে পারে না, ইহার জওয়াব কোরআন শরিফে দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ তফছিরে রুহোল বায়ান, ১/২৯৪ পৃষ্ঠায় তফছিরে বয়জবি, ১/২৬৭ পৃষ্ঠায় তফছিরে জোমাল, ১/২২৬ পৃষ্ঠায়

ছেরাজোল মনির, ১/১৮০ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে মনিরের ১/৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

খোদাতায়ালা উপরোক্ত আয়তে ওয়ায়েজ দরবেশ, তালেবোল এলম, মোয়াজ্জেন, এমাম, হাজি, মোজাহেদ, হোজরা-নিশিন শিক্ষক, হাফেজদিগকে দান করিতে আদেশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে মোনাফেকগণ কি বলিয়া থাকে, তাহা ছুরা মোনাফেকুনের নিম্নোক্ত আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ٭

"উক্ত (মোনাফেকগণ বলিয়া থাকে, যাহারা রছুলুল্লাহর নিকট আছে, তোমরা তাহাদিগকে দান করিও না। এমন কি তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আল্লাহর জন্য আছমান সকল ও জমিনের ধন ভাণ্ডার সমূহ রহিয়াছে, কিন্তু মোনাফেকগণ (ইহা) বুঝিতে পারে না।"

এতক্ষণে যাহারা ওয়াএজ, এমাম, মোয়াজ্জেন, শিক্ষক, হাফেজ কারিদিগকে টাকা কড়ি দান করিতে নিষেধ করে তাহারা খোদার আদেশ মান্যকারি দল ভুক্ত হইবে, কিম্বা মোনাফেক দিগের দলভুক্ত হইবে, ইহাই পাঠকগণের বিচারাধীন।

হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ ইছলাম প্রচার করিতে মদিনা শরিফে নিঃসম্বল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, মদিনা বাসি আনাছারিগণ তাঁহাদের খোরপোশ ও বাসস্থানের ভার লইয়াছিলেন, ইহা ছুরা হাশরের নিম্নোক্ত আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে,

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئك هم الصدقون - و الذين تبوءوا الدار و الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا - و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة *

হেজরতকারী দরিদ্রদিগের জন্য যাহারা নিজেদের গৃহ ও অর্থ সম্পদ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও সন্তোষ অন্বেষণ করেন, এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের সহায়তা করেন, তাঁহারাই সত্যবাদী। আর যাহারা তাঁহাদের আর কাফের হউক, বদকার হউক, নিকট হেজরত করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভালবাসেন এবং এই হেজরতকারিগণ যে অর্থ সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নিজেদের অন্তরে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না এবং যদিও তাঁহাদের মধ্যে ক্ষুধার আধিক্য থাকে, তবু নিজেরা ক্ষুধার্ত্ত থাকিয়া তাঁহাদিগকে খাদ্য দান করা সমধিক পছন্দ করেন।"

তফছিরে কবির, ৮/১২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

يؤثرون باموالهم و منازلهم على انفسهم *

"আনছারগণ নিজেদের উৎপন্ন খাদ্যের শ্রেষ্ঠাংশ মোহাজেরগণকে প্রদান করিতেন এবং নিজের বাস গৃহের শ্রেষ্ঠ ভাগ তাঁহাদের জন্য ত্যাগ করিতেন।"

তফছিরে-রুহোল মায়ানি, ৮/৩৭ পৃষ্ঠা;—

يقدمون المهاجرين في كل شيء من الطيبات حتي ان من كان عنده امرأتان كان ينزل عن احدا هما و يزوجها واحدا منهم *

"মদিনাবাসিগণ প্রত্যেক পাক বস্তু প্রথমে মোহাজেরদিগকে দান করিতেন, এমন কি যাহার দুই স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া তাঁহাদের এক জনের সহিত নেকাহ দিয়া দিতেন।"

তফছিরে রউফি, ৪৪৯ পৃষ্ঠা ;—

"আয়তের অর্থ এই যে, আনছারগণ নিজেদের দেশে ইমান আনিলেন এবং হজরতের হেজরত করিয়া আসার দুই বৎসর পূর্বে মছজেদ প্রস্তুত করিলেন, যাহারা নিজেদের দেশে ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন, বাসস্থান দিয়াদিতেন এবং আর্থিক সাহায্য করিতেন।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে হেজরত অন্তে মদিনাবাসিগণ ইসলাম প্রচারকদলকে আর্থিক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে যদি আজানগাছিদল বলেন, ইছলাম প্রচারকদিগের পক্ষে টাকা কড়ি লওয়া হারাম, তবে তাহারা হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবাগণকে হারামখোর বলিয়া অভিহিত করিবেন কি? যত দিবস জেহাদ না হইয়াছিল, ততদিবস তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা ছিল, পরে জেহাদ অন্তে খোদা তায়ালা লুণ্ঠিত অর্থ দ্বারা তাঁহাদের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, ইহা কোরানের ছুরা আনফালের ৫ রুকুতে আছে;—

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ

لِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ

وَابْنِ السَّبِيْلِ *

"আর তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তোমরা যাহা কিছু লুণ্ঠন করিয়া আন. তাহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ রাছুল আত্মীয়গণ, এতিমগণ দরিদ্রগণ ও বিদেশীদিগের জন্য।

এই আয়াতে বুঝা যায়, যুদ্ধে যাহা কিছু সঞ্চিত হয় উহার এক

পঞ্চমাংশে হজরত নবি (ছাঃ) ও উপরোক্ত হকদারগণের প্রাপ্য এবং অবশিষ্ট চারি অংশ বীর যোদ্ধাগণের প্রাপ্য। দীনি কার্য্য করিয়া টাকা কড়ি লওয়া হারাম হইলে কি জন্য হজরত ও ছাহাবাগণ লুণ্ঠিত দ্রব্য অংশ করিয়া লইয়াছিলেন?

ছুরা হাশরের ১ম রুকুতে আছে,—

مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰي وَالْيَتٰمٰي وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ *

"আল্লাহ নিজের রাছুলের উপর গ্রাম বাসিদিগের নিকট হইতে যে ফয়'দান করিয়াছেন, উহা আল্লাহ, রাছুল, আত্মীয়গণ এতিমগণ, দরিদ্রগণ ও মোছাফেরগণের জন্য, যেন উহা তোমাদের ধনিগণের মধ্যে সম্পদ না হইয়া পড়ে।"

বায়ানোল-কোরআন, ১১/১১৪ পৃষ্ঠা;—

جو مال اهل حرب سے بلا قتال حاصل هو وه فيء هے كذا في الهداية - اموال بني نضير اسي قبيل سے تهے اور فدك اور نصف خيبر بهى - بقيه نصف خيبر فيء نه تها بلكه عنوة فتح هوا - جناب رسول الله صلعم اسكے مالك تهے اور اس ميں جو مصارف اپكو بتلائے گئے وجوبا يا ندبا

وہ ایسا ہے جیسا اہل اموال پر زکوۃ و صدقہ ہے ۔ البتہ یہ اموال مملوکہ آپ کے بعد محل میراث نہ تھے بلکہ وقف تھے وہ یہ خصوصیت تہی رسول اللہ صلعم کی *

যে অর্থ সম্পদ দারোল হরবের কাফের দিগের নিকট বিনা যুদ্ধে সঞ্চিত হয়, উহা 'ফয়' নামে অভিহিত হয়, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। বনি নোজাএরের অর্থ সম্পত্তি এই পয্যায় ভুক্ত ছিল। ফেদক ও খয়বরের অর্দ্ধেকাংশ এইরূপ সম্পত্তি ছিল। খয়বরের অপর অর্দ্ধেকাংশ 'ফয়' ছিলনা বরং যুদ্ধে অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। জনাব রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা যুদ্ধে সঞ্চিত সম্পত্তির মালিক ছিলেন, উহার অংশ যাহাদিগকে প্রদান করা ওয়াজেব কিম্বা মোস্তাহাব বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহা এইরূপ যেরূপ ধনবান দিগের উপর জাকাত ও ছদকার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই অধিকৃত সম্পত্তি গুলি হজরতের পরে মিরাছি সত্ত্বের ন্যায় বন্টনের যোগ্য ছিলনা, বরং ওয়াকফ ছিল। ইহা নবি (ছাঃ) এর জন্য বিশিষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

چنانچہ آپ نے اموال بنی نضیر کا اکثر حصہ مہاجرین کو اور انصار مین سے بعض کو تقسیم فرمایا بقیہ حصے سے اپنے اہل و عیال کو سال بھر کا خرچ دیکر جو بچتا وہ سامان جہاد سلاح و کراع مین صرف فرما دیا تھا ۔ اور خیبر کی آمدنی سے فقراء مہاجرین کي اور فدک سے مسافرون کي امداد فرماتے اور بعد آپکي حیات کے اس کے مصارف صرف مصالح عامہ مین مثل سد ثغور

وبناء قناطير وجسور اور قضاة وعمال وعلماء مسلمين وارزاق مقاتلين وذراري مقاتلين

كذا في الهداية *

"যথা তিনি বনি নোজাএরের সম্পত্তির অধিকাংশ মোহাজেরদিগের ও কয়েকজন আনছারির মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। অবষ্টাংশ দ্বারা নিজের পরিজনের পূর্ণ বৎসরের খরচ দিয়া যাহা বাকি থাকিত, উহা অস্ত্রশস্ত্র, চতুস্পদ জন্তু—জেহাদের সাজ স রঞ্জামে ব্যয় করিতেন। খয়বরের সম্পত্তির আয় দ্বারা দরিদ্র মোহাজেরদিগের এবং ফেদকের সম্পত্তির আয় হইতে বিদেশীদিগের সাহায্য করিতেন। তাঁহার এন্তেকালের পরে এই সম্পত্তির আয় সাধারণ লোকদিগের হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করা হইত, যথা সীমান্ত প্রদেশের দৃঢ়তা পুল ও সেতু নির্ম্মাণ কাজি, কর্ম্মচারি ও মুছলমান আলেমগণকে প্রদান যোদ্ধাদিগের খোরপোষ, ইহা হেদায়াতে আছে।"

তফছিরে-রুহোল বায়ান, ৯/৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—

سهم الرسول كان له في حياته بالاجماع وهو خمس الخمس وكان ينفق منه علي نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة اي لبعض زوجاته ويصرف الباقي في مصالح المسلمين - والاكثرون من الشافعية ان ما كان له صلعم من خمس الخمس يصرف لمصالح المسلمين كالثغور وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع والاتها ولو مبتدئين وللائمة والموذنين *

"রাছুল (ছাঃ) এর অংশ তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার অধিকৃত ছিল, ইহাতে কোন বিদ্বানের মতভেদ নাই, উহা ২৫ অংশের একাংশ

তিনি তদ্দারা নিজের পরিজনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন এবং উহার কতকাংশ নিজের কতক বিবির বাৎসরিক খরচের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, অবশিষ্টাংশ মুছলমানগণের হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করিতেন। অধিকাংশ শাফিয়ি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর যে এক পঁচিশাংশ ছিল, তাহা মুছলমানদিগের হিতজনক কার্য্যে ব্যয় করা হইবে, যথা— সরহদ, রক্ষণ, শহর সমূহের কাজিগণের যে, বিদ্বানগণ শরিয়তের এলম সকল কিম্বা ব্যাকারণ শিক্ষা প্রদানে কিম্বা শিক্ষা করিতে সংলিপ্ত থাকে, তহাদের এমামগণের ও মোয়াজ্জেনগণের ব্যয় বহন।"

উপরোক্ত আয়তে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, খোদা ইছলাম প্রচারক সম্প্রদায়ের বারবরদারি বয়তুল মাল ফণ্ডের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই হেতু মুছলমান ছুলতানগণ ও খলিফাগণ, এমাম, মোয়াজ্জেন শিক্ষক, মুফতি ও ওয়াএজ সম্প্রদায়ের ব্যয় বহন বয়তুল মাল তহবিল দ্বারা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন ইছলাম রাজ্য বিলুপ্ত হইতেছে, কাজেই মুলমানগণের পক্ষে তাঁহাদের ব্যয় সঙ্কুলান করা ওয়াজেব হইবে।

প্রঃ— আজানগাছিদল বলিয়া থাকে, হাদিছ শরিফে আছে—

و اتخذ موذنا لا ياخذ على اذانه اجرا *

হজরত বলিয়াছেন তুমি এরূপ মোয়াজ্জেন স্থির কর যে, নিজের আজানে বেতন গ্রহণ না করে।"

ইহা আহমদ, আবুদাউদ ও নাছায়ির রেওয়াএত;—

আরও হাদিছে আছে;-

من قرأ القرآن فليسأل الله به فانه سيجيئ اقوام
يقرئن القرآن يسألون به الناس *

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে, সে যেন তদ্বারা আল্লাহর নিকট ছওয়াল করে, কেননা নিশ্চয় অচিরে এইরূপ

সম্প্রদায় সকল আসিবে—যাহারা কোরআন পড়িবে, তদ্বারা লোকের নিকট ছওয়াল করিবে।।”

ইহা আহমদ ও তেরমেজির রেওয়া-এত।

আরও হাদিছে আছে;—

من قرأ القرآن يتاكل به الناس جاء يوم القيمة و وجهه عظيم ليس عليه لحم *

“ যে ব্যক্তি কোর-আন পড়িয়া তদ্বারা লোকের নিকট খোরাক চেষ্টা করে, সে কেয়ামতের দিবস এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমণ্ডল বৃহৎ হইবে, উহাতে মাংশ থাকিবে না (ইহা বয়হকির রেওয়াএতের)।

আরও হাদিছে আছে,—

عن عبادة بن الصامت قال قلت يا رسول الله رجل اهدي الى قوسا ممن كنت اعلمه الكتاب و القرأن و ليست بمال فارمي عليها في سبيل الله قال ان كنت تحب ان تطوق من نار فاقبلها رواه ابو داؤد و ابن ماجة *

“ওবাদা বেনেছ ছামেত বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইহা রাছুলুল্লাহ একজন লোক যাহাকে আমি কেতাব ও কোরান শিক্ষা দিতাম, আমার নিকট একটি ধনুক উপঢৌকন প্রদান করিয়াছে, উহা টাকা কড়ি নহে, আমি জেহাদে তদ্বারা তীর নিক্ষেপ করিব। হজরত বলিলেন, যদি তুমি ভালবাস যে, অগ্নির একটী গলুবন্ধন তোমার গলদেশ স্থাপন করা হইবে, তবে তুমি উহা গ্রহণ কর।”